**নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ): আখের ৬ টি রোগ দেখা যায়, যার লক্ষণ ও দমনে করণীয় ব্যবস্থা সমূহ নিম্নরূপ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **রোগের নাম** | **রোগের লক্ষণ** | **রোগ দমনে করণীয়** |
| কান্ডের লালপচা (রেড রট) | * প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে আখ গাছের ৩য় ও ৪র্থ পাতা হলুদাভ রং ধারণ করে এবং পরে ক্রমান্বয়ে সমস্ত গাছ হলুদ হয়ে শেষে শুকিয়ে যায়।
* আক্রান্ত আখকে লম্বালম্বিভাবে চিড়লে কান্ডের অভ্যন্তরে লাল দাগ দেখা যায় এবং লাল দাগের মাঝে আড়াআড়ি সাদা ছোপছোপ দাগ দেখা যায়।
 | * আখের জমি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পরিদর্শণ করতে হবে।
* কান্ডের লালপচা রোগ দেখা মাত্রই জমি থেকে আক্রান্ত গাছ ঝাড়সহ তুলে ফেলতে হবে।
* অতি দ্রুত আখের জমি হতে পানি বের করে দিতে হবে।
* আখের সকল প্রকার মাজরা পোকার আক্রমন রোধ করতে হবে।
 |
| ফাঁপা শুষ্ক কান্ড (উইল্ট) | * আক্রান্ত গাছে প্রথমত পাতা হলুদ এবং ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যায় এবং নেতিয়ে পড়ে।
* প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত গাছ লম্বালম্বিভাবে চিড়লে কান্ডের মধ্য ভাগে গিরার নিকট গাঢ় লাল রং দেখা যায়। লাল পচা রোগের ন্যায় উইল্ট রোগে আক্রান্ত আখের অভ্যন্তরেও লাল হয় কিন্তু লাল পচা রোগের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন আড়াআড়ি ভাবে সাদা ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় না। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে আক্রান্ত আখের ভিতর ফাঁপা হয় এবং কান্ড শুকিয়ে মারা যায়।
 | * আখের জমি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পরিদর্শণ করতে হবে।
* ফাঁপা শুষ্ক কান্ড (উইল্ট) ‍রোগাক্রান্ত আখ দেখা মাত্রই জমি হতে তা ঝাড়সহ তুলে ফেলতে হবে।
* অতি দ্রুত আখের জমি হতে পানি বের করে দিতে হবে।
* আখের সকল প্রকার মাজরা পোকার আক্রমন রোধ করতে হবে।
 |
| মুড়ি খর্বা (রেটুন স্টান্টিং- আরএসডি) | * মুড়ি খর্বা রোগে আক্রান্ত আখ গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং হালকা সবুজ বর্ণ ধারন করে। আক্রান্ত গাছের পর্ব মধ্য ছোট হয়। ফলে আক্রান্ত আখ গাছ অত্যান্ত খর্বাকৃতির হয় এবং আক্রান্ত প্লটের আখের গাছ উচু-নিচু বা অসম দেখায় । এছাড়া, আক্রান্ত পর্ব চিড়লে লাল লাল দাগ দেখা যায়।
 | * ক্ষেত পরিদর্শণের সময় আক্রান্ত আখ দেখা মাত্রই শিকড়সহ ঝাড় তুলে ফেলতে হবে।
 |
| আখের সাদা পাতা (হোয়াইট লিফ) | * আক্রান্ত আখের পাতা সাদা রং হবে।
 | * আক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই জমি হতে তুলে নিরাপদ দূরত্বে মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।
 |
| পোড়া ক্ষত (লীফ স্কাল্ড- এলএসডি) | * পাতার মধ্য শিরা বা তার আশেপাশে খুব চিকন লম্বালম্বি সাদা দাগের উৎপত্তি হয় যা পত্রফলকের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাতার অগ্রভাগ থেকে নিম্ন দিকে ঝলসানো বা পোড়াক্ষতের সৃষ্টি হয়।
* আক্রান্ত গাছের কান্ড চিড়লে পর্বমধ্যস্থ ভাসকুলার ব্যান্ডলে ছোট বা কিছুটা টানা লাল দাগ দেখা যায়।
 | * ক্ষেত পরিদর্শণের সময় আক্রান্ত আখ দেখা মাত্রই শিকড়সহ ঝাড় তুলে ফেলতে হবে।
 |
| বীজ পচা (সেট রট) | * বীজ আখ মাটিতে অবস্থানরত রোগজীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অঙ্কুরোদগমের পূর্বেই পচে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আখের সারিতে ফাঁকা স্থান (Gap) এর সৃষ্টি হয়।
* অনেক সময় আক্রান্ত বীজ অঙ্কুরোদগম হলেও উচ্চতা ৬˝-১২˝ হতেই মারা যায়।
* আক্রান্ত বীজ আখ চিড়লে ভিতরে কালচে রং দেখা যায় এবং ঘ্রান নিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাকা আনারসের মত গন্ধ পাওয়া যায়।
 | * আখ রোপনের পূ্র্বে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন নোইন ৫০ ডাব্লিউপি, এইমকোজিম ৫০ ডাব্লিউপি, জেনুইন ৫০ ডাব্লিউপি, ফরাস্টিন ৫০ ডাব্লিউপি, সিনডাজিম ৫০ ডাব্লিউপি প্রভৃতি দ্রবণে (০.১% অথবা ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে) ৩০ মিনিটকাল বীজ আখ শোধন করতে হবে।
 |

**আখ রোপনের সময় রোগ দমনে করণীয়:** ১। রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।

২। এমএইচএটি (Moist Hot Air Treatment-MHAT) প্লান্ট দ্বারা শোধিত প্রত্যয়িত বীজ আখ

 ব্যবহার করতে হবে।

৩। আখ রোপনের পূ্র্বে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন নোইন ৫০ ডাব্লিউপি, এইমকোজিম ৫০ ডাব্লিউপি, জেনুইন ৫০ ডাব্লিউপি, ফরাস্টিন ৫০ ডাব্লিউপি, সিনডাজিম ৫০ ডাব্লিউপি প্রভৃতি দ্রবণে (০.১% অথবা ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে) ৩০ মিনিটকাল বীজ আখ শোধন করতে হবে।